রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে বেতন বকেয়া থাকায় পরীক্ষার হল থেকে অর্ধশতাধিক শিক্ষার্থীকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে। গতকাল রবিবার এ ঘটনা ঘটে মুনস্টার কলেজিয়েট স্কুল নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এ ঘটনায় অপমান সইতে না পেরে রোজিনা আক্তার নামে নবম শ্রেণির এক ছাত্রী ডিটারজেন্ট পাউডার খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা চালিয়েছে। তাকে

advertisement

গোয়ালন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

রোজিনা গোয়ালন্দ পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডের নছরউদ্দিন সরদারপাড়া মহল্লার নিজাম উদ্দিন শেখের মেয়ে।

নিজাম উদ্দিন শেখ বলেন, আমার মেয়ের ক্লাস রোল ৩। চলতি মাসসহ স্কুলের বিভিন্ন ফি বাবদ ১ হাজার ৯০০ টাকা পাওনা ছিল। সপ্তাহখানেক আগে ১ হাজার ৫০০ টাকা পরিশোধ করে দেই। আর ৪০০ টাকা বকেয়া ছিল। রবিবার স্কুলে পরীক্ষা চলাকালে চলতি মাসের বেতন বকেয়া থাকায় আমার মেয়েকে অপমান করে পরীক্ষার হল থেকে বের করে দেন প্রধান শিক্ষক। এরপর মেয়ে অপমান সইতে না পেরে বাড়িতে এসে সবার অজান্তে ডিটারজেন্ট পাউডার (ওয়াশিং পাউডার) খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। বিষয়টি পরিবারের লোকজন টের পেয়ে তাকে দ্রুত গোয়ালন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করে।

তিনি আরও বলেন, স্কুল কর্তৃপক্ষ আমার মেয়েকে এভাবে অপমান না করে অভিভাবক হিসেবে আমাকে বলতে পারতেন। আমি বেতনের ৪০০ টাকা পরিশোধ করে দিতে পারতাম।

গোয়ালন্দ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে দায়িত্বরত চিকিৎসক ডা. আঁখি বিশ^াস বলেন, ডিটারজেন্ট পাউডার খেয়ে অসুস্থ হওয়া ওই রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। বর্তমানে তার অবস্থা স্থিতিশীল। তবে আরও কিছু সময় না গেলে ঝুঁকিমুক্ত বলতে পারছি না।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসক ডা. শরীফ মোহাম্মদ বলেন, যে কোনো ধরনের পয়জন খাওয়া রোগীর চিকিৎসার যে নিয়ম, এ ক্ষেত্রে সেটা করা সম্ভব হয় না। কারণ ডিটারজেন্ট পাউডার খাওয়া রোগীর শ^াসনালিতে এক ধরনের বার্নের সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে ৩ থেকে ৭ দিন পরও রোগীর অবস্থা খারাপ হতে পারে।

স্কুলের শিক্ষকরা জানান, শেষ পরীক্ষার দিন শুধু রোজিনা আক্তারই নয়, বেতন বকেয়া থাকায় আরও অর্ধশত শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়নি। রোজিনা যে এ ধরনের ঘটনা ঘটাবে তা তারা বুঝতে পারেননি।

এ ব্যাপারে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আজিম বলেন, মুনস্টার কলেজিয়েট স্কুল একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থীদের বেতন থেকেই শিক্ষকদের বেতন হয়। ইতোমধ্যে অন্তত ৪-৫ লাখ টাকা শিক্ষার্থীদের বেতন বকেয়া রয়েছে। বকেয়া বেতন আদায়ের জন্য শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়নি। তবে কোনো শিক্ষার্থীকে কোনো প্রকার অপমান করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, বেতন পরিশোধ করলে পরবর্তীতে এ পরীক্ষা নেওয়া হবে।

6
Shares